আই সি এ আর - ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেজ রিসার্চ এন্ড
অল ইন্ডিয়া কো -অর্ডিনেটেড রিসার্চ প্রজেক্ট অন মেজ
পাঞ্জাব এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস, লুধিয়ানা

করোনা ভাইরাস (COVID-19) জনিত সংক্রমণ প্রতিহত করার কারণে তালাবদ্ধ অবস্থার সময় ভুট্টা চাষের সঙ্গে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জন্য অত্যাবশ্যক নির্দেশাবলী

রবি মরশুমে উৎপন্ন ভুট্টার চাহিদা শিল্পক্ষেত্রে অনেক বেশি কারণ এইসময় দানাগুলি সুগঠিত, সুগ্রথিত এবং সুপরিপুষ্ট হয়ে থাকে। দ্বিতীয় আগাম পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বছর রবি মরশুমে ভুট্টা চাষের অন্তর্গত জমির পরিমান ১৫.৫৪ লক্ষ হেক্টর (সারণি - ১) এবং ৮২.১৯ লক্ষ টন উৎপাদন আশা করা যায়। রবি ফসল হিসাবে ভুট্টা জমির পরিমান বিহারে সর্বাধিক - ২৭৮ হাজার হেক্টর যা মোট জমির ১৮ শতাংশ। তার পরেই পশ্চিমবঙ্গ - ২১১ হাজার হেক্টর (১৪ শতাংশ) এবং মহারাষ্ট্রের - ১৯৮ হাজার হেক্টর (১৩ শতাংশ) স্থান। রবি ভুট্টা উৎপাদনকারী অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্ধ্রপ্রদেশ (১৮৩ হাজার হেক্টর), তামিলনাড়ু (১৮১ হাজার হেক্টর), তেলেঙ্গানা (১৬৩ হাজার হেক্টর), গুজরাট (১২৯ হাজার হেক্টর), কর্ণাটক (৮৭ হাজার হেক্টর) , উত্তর প্রদেশ (৫৯ হাজার হেক্টর) এবং রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা ইত্যাদি। প্রধান রবি ভুট্টা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি মধ্যপ্রদেশ এর (৭৬৭৮ কেজি/হে), এর পর তামিলনাড়ু (৫৪৬৮ কেজি/হে), তেলেঙ্গানা (৫৩৮৩ কেজি/হে) এবং পশ্চিমবঙ্গের (৫১৫৮ কেজি /হে) স্থান। সারা ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সংকর ভুট্টার বীজউৎপাদনকারী রাজ্য দুটি - অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা যেখানে রবি মরসুমেই বীজ উৎপাদিত হয়। এই দুই রাজ্য সারা ভারতের সংকর ভুট্টা বীজের প্রধান উৎস। অতিসম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও সংকর ভুট্টার বীজ উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে উঠে আসছে। সঙ্গতকারণেই ভুট্টা চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষক, রাজ্যের অন্যান্য কার্যনির্বাহকবৃন্দ এবং অংশীদার যারা আছেন তাদের সকলেরই উচিত বর্তমান সময়ের এই তালাবদ্ধ অবস্থায় COVID-19 থেকে সুরক্ষিত থাকার সাথে সাথে রবি মরশুমের ভুট্টা ফসলের ও সঠিক যত্ন ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করা।

সারণি -১ : দ্বিতীয় আগাম পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে রবি ভুট্টা ফসলের এলাকা (০০০ হেক্টর) ও বর্তমান দশা (২০১৯ - ২০)

রাজ্য	এলাকা	বর্তমান বৃদ্ধি দশা
বিহার	২৭৮.৪	দানা পূরণ দশা
পশ্চিমবঙ্গ	২১০.৬	দানা পূরণ দশা
মহারাষ্ট্র	১৯৮.৩	প্রায় ফসল কাটা অবস্থা
অন্ধ্র প্রদেশ	১৮৩.০	ফসল কাটার অবস্থা
তামিলনাড়	১৮০.৭	ফসল কাটার অবস্থা
তেলেঙ্গানা	১৬৩.০	ফসল কাটার অবস্থা
গুজরাট	১২৯.৪	ফসল কাটার অবস্থা

কর্ণাটক	৮৭.৪	প্রায় ফসল কাটা অবস্থা
উত্তর প্রদেশ	৫৯.০	দানা পূরণ দশা
অন্যান্য	৬৪.৬	দানা পূরণ দশা/ ফসল কাটার অবস্থা
সমগ্র ভারতবর্ষ	১৫৫৪.৪	

পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী

পশ্চিমবঙ্গে রবি ভুট্টা ফসলের চাষ খুবই জনপ্রিয় | রবি ভুট্টার এলাকার নিরীখে সবথেকে এগিয়ে আছে বিহার - ২৭৮ হাজার হেক্টর যা মোট এলাকার ১৮ শতাংশ এবং এর পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান - ২১১ হাজার হেক্টর , মোট এলাকার ১৪ শতাংশ | সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ সংকর ভুট্টা বীজের উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল হিসাবেও উঠে আসছে | এ রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় বসন্তকালীন ভুট্টার চাষ ও বেশ প্রচলিত |

COVID-19 এর জন্য তালাবদ্ধ অবস্থা চলাকালীন বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ভুট্টা ফসল দানা পূরণ অবস্থায় আছে | সেকারণে ভুট্টা ফসলে প্রয়োজনমাফিক সেচ ও শস্যসুরক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া খুবই জরুরি | ভুট্টা ফসলের এই দশায় যে কোনো ধরণের পীড়ন এর নকারাত্মক প্রভাব পড়বে উৎপাদনশীলতার উপর | বীজ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত জমিগুলিতে অন্য ধরণের গাছ, রোগাক্রান্ত এবং কীট দ্বারা আক্রান্ত গাছগুলি বিশেষ যত্ন নিয়ে তুলে ফেলার কাজ সম্পন্ন করতে হবে | পশ্চিমবঙ্গের কিছু জায়গায় যেখানে বীজ তাড়াতাড়ি বোনা হয়েছিল সেখানে এপ্রিল মাসের ২০ তারিখের পর ফসল কাটার কাজ শুরু হয়ে যাবে | পশ্চিমবঙ্গে ভুট্টা ফসল সাধারণত হাতেই কাটা হয় | সেকারণে ফসল কাটার সময় যাতে শ্রমিকেরা পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করে এবং কোনোভাবেই দলবেঁধে কাজ না করে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে | দূরাগত শ্রমিকদের থেকে আশপাশের এলাকা থেকে পরিচিত শ্রমিকদের এই কাজে নিযুক্ত করাই শ্রেয় | ফসল কাটার পর ভুট্টার দানাগুলি ছাড়ানো কিংবা সংরক্ষণের আগে খুব ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে | বর্তমান তালাবদ্ধ অবস্থার মতো কঠিন পরিস্থিতিতে কৃষকেরা ভুট্টা ফসল কাটা এবং পরবর্তী পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অভাব এর সম্মুখীন হবেন | সেক্ষেত্রে তারা হয়তো কম দামে ফসল বিক্রী করতে বাধ্য হবেন | এই ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ খুবই প্রয়োজন - যাতে কৃষকরা ভুট্টা ফসলের ন্যুনতম ধার্য্য মূল্য পান অথবা সাময়িকভাবে বিক্রী করার কোনো জায়গার ব্যবস্থা করা হয় | নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক ভুট্টা ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন যাতে কৃষকভাইরা বাধ্য হয়ে কম দামে তাদের ফসল বিক্রী না করেন | সংরক্ষণকালীন কীট আক্রমণ থেকে ফসলের দানাগুলি রক্ষা করতে সব গুদামঘরগুলি পরিচ্ছন্ন ও রাসায়নিক দ্বারা ধূমায়িত করা জরুরি | ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় বসন্তকালীন ভুট্টার চাষ বেশ প্রচলিত | এই ফসলটি বোনা হয়েছে ফেব্রুয়ারী মাসে এবং তা এখন মধ্য বর্ধনশীল কিংবা ফুল আসার পূর্ববর্তী দশায় আছে | এই ফসলে নিয়মিত সেচ, রোগ পোকা থেকে সুরক্ষা প্রদান এবং সময়মতো চাপান সার প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং সুনিশ্চিত করতে হবে | সেচ প্রদান, কৃষি রাসায়নিক প্রয়োগ, চাপান সার প্রয়োগ প্রভৃতি কাজগুলির জন্য শ্রমিকদের দলগতভাবে কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই | ভুট্টার ক্ষেতে এই দশায় Tembotrione ৪২ % SC একরে ১১৫ এম

এল হারে অথবা Topramazone ৩৩.৬% SC একর প্রতি ৩০ এম এল হারে প্রয়োগ করলে জমি আগাছামুক্ত করা সম্ভব হবে। সরকারের তরফ থেকে বেবিকর্ন ও সুইৎকর্ন বিক্রীর সুব্যবস্থা এবং ভুট্টা চাষিদের মধ্যে অত্যাবশ্যক সামগ্রী যেমন আগাছানাশক, সার প্রভৃতির যোগানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত এপ্রিল পরবর্তী সময়ে ঝড় বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় যার ফলে ভুট্টা ফসল এবং এর কাটার কাজ বিঘ্নিত হয়। যে সকল জায়গায় দানা পূরণ দশায় ফসল ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে সেখানে অবিলম্বে শস্যবীমার অন্তর্ভুক্তি একান্ত প্রয়োজন। ফসল কাটার কাজে যন্ত্রের (combined harvestor) ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে শ্রমিকদের দলগত কাজ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে। গোষ্ঠীবদ্ধ ফসল শুকানো এবং দানা ছাড়ানো কে উৎসাহিত করা উচিত। এই কাজের উপযুক্ত ফসল শুকানোর এবং দানা ছাড়ানোর যন্ত্র যাতে ভর্তুকির মাধ্যমে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খামারে ফসলের দানা শুকানোর যন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরি। এই অঞ্চলে বা বাস্তুতন্ত্রে ভুট্টার বিক্রী ব্যবস্থা খুবই অসংগঠিত যেখানে দালাল কিংবা পশুখাদ্য কোম্পানির লোকেরা খামারের সামনে থেকে কম দামে ভুট্টার দানা কিনে নেয়। কৃষকেরা যাতে করে অত্যন্ত কম দামে তাদের ভুট্টা দানা বিক্রী করতে বাধ্য না হয় তার জন্য সরকারের তরফ থেকে ন্যুনতম ধার্য্য মূল্যে ভুট্টা দানা বিক্রীর ব্যবস্থা করা অতিআবশ্যক। একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখা উচিত যে, ভুট্টা দানার অপ্রতুল যোগান পশু ও পোল্ট্রি খাদ্য এবং শ্বেতসার শিল্পের উপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব ফেলবে যার কুফল আগামীদিনে অনুভূত হবে।

ড : শ্রাবনী দেবনাথ ও ড : সোনালী বিশ্বাস
সর্বভারতীয় সমন্বিত ভুট্টা গবেষণা প্রকল্প
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ